॥ নিবেদন ॥

কালের সঙ্গতিই কোনো কাহিনীকে বাস্তব করে তোলে। রূপকথা শ্রেণীর কাহিনীতে ঘটনা আছে, চরিত্রও আছে কিন্তু কালবোধ নেই। এইজন্য সে কাহিনী যতোই রমণীয় হোক, বাস্তব নয়। উপন্যাস যে বাস্তবধর্মী তার প্রধান কারণ উপন্যাস কালের নির্দিষ্ট ভূমিতে স্থাপিত। এইজন্য কালের তাৎপর্য উপন্যাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপন্যাসে কালবোধের গুরুত্ব বিবেচনা করেই বর্তমান নিবন্ধটি পরিকল্পিত হয়েছে। কেননা, যতদূর জানি উপন্যাসে কালচেতনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলে অবহিত থাকলেও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়তো হয়েছে, কোনো ঔপন্যাসিককে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তেমন হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রথম কালচেতনার পরিচয় পাওয়া গেল। এই উপন্যাস পড়লেই সময়ের নির্দিষ্ট রূপটি চোখে পড়ে। চরিত্র টাইপধর্মী হলেও ঘটনাকালের পরিবর্তন কালানুগত।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কালের যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রকাশ ঘটে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছ ধারণা ছিল এবং তিনি তাঁর উপন্যাসে সচেতনভাবে কালের নানামুখী প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে তাঁর প্রখর ঐতিহাসিকবোধ ও কাল-চেতনার পরিচয় পাওয়া গেলেও এ বিষয়ে আলাদা কোনো আলোচনা তিনি করেননি। কাল তাঁর নিকট অন্যতম জাগতিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। চতুর্থ মাত্রা হিসেবে দেশকালের ব্যবহার স্বীকার করে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত হয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসে এর প্রথম সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। বাংলা উপন্যাসে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড়ো কৃতিত্ব সম্যক কালের সচেতন ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার।

বস্তুত, উপন্যাস তত্ত্ব আমরা পাশ্চাত্ত্য ঔপন্যাসিক ও তত্ত্ববিদদের নিকট থেকেই পাই। উপন্যাসের কাল সম্পর্কেও আলোচনার সূত্রপাত করেছেন পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরাই। তাঁদের মতে, উপন্যাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে কালের গুরুত্ব কম নয় এবং কালের যথার্থ ব্যবহার অন্যান্য সাহিত্যরূপ থেকে উপন্যাসকে পৃথক করে। উপন্যাসের সার্থকতাও নির্ভর করে কালের যথাযথ প্রয়োগের উপরই। উপন্যাসের বাস্তবধর্ম কালনির্ভর এবং

কালপ্রয়োগের ভিত্তিতে উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করাও সম্ভবপর ।

আমার আলোচনা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায় 'উপন্যাসের কাল' । উপন্যাসের অন্যতম উপাদান' কাল'বস্তুর চতুর্থ মাত্রিকতার অন্যতম শর্ত । এ অধ্যায়ে কাল সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত, কালের বিশেষ ব্যবহারে উপন্যাসের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যরূপের পার্থক্য, উপন্যাসের নির্দিষ্ট কাল পরিকল্পনা ও স্থাপয়নের উদ্দেশ্য, কালের বিভিন্ন বিভাগ ও তাদের স্বরূপ, ঔপন্যাসিকের কালচেতনা, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে কাল, উপন্যাসের আঙ্গিকেই কালের ভূমিকা, পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক ও তাত্ত্বিকদের কাল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, কাহিনী-সৃষ্টি ও চরিত্রের সঙ্গে কালের সম্পর্ক, কালের শ্রেণীবিভাগ - স্থায়িত্ব - নিত্যতা, বঙ্কিমচন্দ্রের কাল চিন্তার প্রকাশ এবং কালানৌচিত্য কী ও কেন - এসব বিষয়ের সাধ্যমত আলোচনার চেষ্টা আছে । ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব রসের অলৌকিকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কালের সামাজিক মাত্রা গুরুত্ব হারিয়েছে । গ্রীকদের কালচেতনা কতখানি সূক্ষ্ম ছিল তার প্রমাণ নাটকে সময়ের ঐক্য রক্ষা করার চেষ্টা থেকে পাওয়া যায় । তাছাড়া গ্রীকদের মধ্যে ইতিহাস রক্ষা করবার যে চেষ্টা দেখা যায় তাতেও বোঝা যায় তারা কতখানি কালসচেতন ছিল । ভারতীয়দের মধ্যে এই বিশেষত্বটি দেখা যায়না ।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'বঙ্কিম উপন্যাসে কাল ।' কাল সচেতন তথা ইতিহাস সচেতন শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমই প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক । অনন্তকালের প্রাচীন ধারণা পরিহার করে তিনিই প্রথম সীমিত খণ্ডকালের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করেন এবং কালের নানামাত্রা তাঁর রচনায় বাস্তব হয়ে ওঠে । তাঁর এরূপ কাল ব্যবহারের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এবং বলা বাহুল্য, তাঁর কাহিনী ও চরিত্রে কাল পরিকল্পনা সার্থকরূপ পেয়েছিল । এই সূত্রে দেখানো হয়েছে উপন্যাস রচনার ট্রাডিশনে কালচেতনার প্রভাব এবং বঙ্কিমের কৃতিত্ব, উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কালের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে কালের ভূমিকা এবং এরূপ প্রয়োগের তারতম্য বিচারে বঙ্কিমের উপন্যাসের শ্রেণীভেদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত । উপন্যাসের কাল আলোচনায় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীভেদ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ হয়তো বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই দেখা যাবে, কালের

সর্বে সম্পর্কে এদের গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় নয় ।

তৃতীয় অধ্যায় 'ঐতিহাসিক কাল ।' প্রথমেই ঐতিহাসিক কালের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে । এরপর আলোচনাকে কয়েকটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ঐতিহাসিক কালপ্রতিফলনের উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে এবং তারই আলোকে প্রযুক্ত উপন্যাসের কাল পটভূমি ও বিষয়বস্তুর ইতিহাসানুগ যথার্থতা নির্ণয় করা হয়েছে । দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের যুগসন্ধি তাঁর উপন্যাসগুলির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে । এইসব যুগসন্ধির নিজস্ব ঐতিহাসিক বিশেষত্ব কী এবং বঙ্কিম কী পরিমাণে তা রূপ দিতে পেরেছেন উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা দেখানো হয়েছে । পরে উপন্যাসগুলির কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার আলোচনা আছে ।

চতুর্থ অধ্যায় 'ঘটনাকাল ।' এই পর্যায়ের সমগ্র আলোচনাকে 'ঘটনা সংঘটনের কালব্যাপ্তি - তার ক্রমভঙ্গ, কার্যকারণগত ধারাবাহিকতা ও সম্ভাব্যতা' - এভাবে ভাগ করা হয়েছে । বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসে ঘটনাকালের ব্যাপ্তি বিভিন্ন প্রকার । এ ব্যাপ্তি দুই|আড়াই মাস থেকে দশ|বারো বৎসর বা তারও বেশি । কাহিনী ও চরিত্র বিকাশের প্রয়োজনে সময় ব্যাপ্তির এ তারতম্য । কাহিনীর মাঝে মাঝেই কাল ক্রমভঙ্গ ঘটিত হয়েছে । কোনো কোনো সময় স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তার পুনঃস্থাপন লক্ষ করা গেছে । অনেক সময় কালের একটানা প্রবাহ দ্রুততার বিভ্রম সৃষ্টি করে কালগত দ্রুততাকে প্রতীতি এনে দেয় । কালগত হয়ে ঘটনাপরম্পরা ধারাবাহিক ও সম্ভাব্য হয়েছে কিনা - যথেষ্ট দৃষ্টান্ত সহযোগে তা আলোচিত হয়েছে ।

পঞ্চম ও শেষ অধ্যায় 'মনস্তাত্ত্বিক কাল ।' প্রথমে মনস্তাত্ত্বিক কাল বলতে কী বোঝায় সেটা ব্যাখ্যা করেছি । পরে সাধারণভাবে উপন্যাসে এর প্রয়োগ - তাৎপর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে । ক্রমে ক্রমে সাধারণভাবে চরিত্র পরিবর্তনের ধর্ম (তার কারণ ও স্বরূপভেদ) ও তার সম্ভাব্যতা আলোচনা করে বঙ্কিমের উপন্যাস প্রসঙ্গে এসেছি । অবশেষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের (অর্ধ-ঐতিহাসিকসহ) ও সামাজিক উপন্যাসের চরিত্র পরিবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক কালের প্রয়োগ পর্যালোচনা করা হয়েছে । আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহ উপন্যাসের উদ্ভবের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র যে যথেষ্ট

দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও আত্ম-উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কালের প্রয়োগ ঘটিয়ে অন্তর্বাস্তবতার যথার্থ সূচনা করেছিলেন তা প্রমাণের চেষ্টা করেছি ।

প্রসঙ্গত দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন । যথেষ্ট ~~সর্ত~~ সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু সাধারণ টাইপের ভুল এড়ানো গেলনা । যেসব ভুল মারাত্মক মনে হয়েছে তা যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে । উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হলো, বলো, ছিলো, করলো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এ ~~ধরন~~ রকম ক্রিয়াপদের শেষে 'ও'-কার থাকার দরকার আছে বলে মনে হয়না । কোনও, কোনো (Any, Some অর্থে) - দু'রকম বানানের দৃষ্টান্তই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে । দু'প্রকার বানানই প্রচলিত । কতকগুলি নামের বানানে উপন্যাসে ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রবন্ধেও উভয়প্রকার বানানের মিশ্রণ ঘটেছে । যেমন, বক্তিয়ার/বখতিয়ার, মীরকাসেম/মীরকাশিম, ঔরঙ্গজেব/আওরঙ্গজেব, প্রভৃতি । উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে অনেক শব্দের বানানে অসাম্য দেখা দিয়েছে । যেমন, বাংলা/বাঙালা/বাঙ্গলা, বাঙালী/বাঙ্গালী/বাঙালি, দুর্মুখী/দুর্মুখী, বর্ধমান/বর্দ্ধমান, মিলিত/মিলিত্ত ইত্যাদি । একই শব্দের বিভিন্ন প্রকার বানান প্রচলিত থাকায় কোনোটিকেই অগ্রাহ্য করতে পারিনি । আধুনিক বানানে কেবলমাত্র রেফ-আশ্রিত বর্ণের দ্বিত্ব পরিহার করা হয়েছে ।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক-অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ ভবতোষ দত্তের নির্দেশ ও আনুকূল্যে এ কাজ সমাপ্ত হয়েছে । তাঁর নিকট থেকে দূরে অবস্থান করায় আমার পক্ষে যোগাযোগ রক্ষায় প্রাথমিক কিছু অসুবিধা অবশ্য হয়েছিল । কিন্তু তিনি সর্বদাই উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন । সংশয় উপস্থিত হলে তিনিই সংশয়মুক্ত করেছেন । প্রত্যক্ষ ছাত্র না হয়েও যাঁর স্নেহ ও সময়োপযোগী পরামর্শ আমাকে সর্বদা প্রেরণা জুগিয়েছে তিনি অধ্যাপক ডঃ সুবোধ রঞ্জন রায় । তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে 'সচিত্র রাজস্থান' (টডের অনুবাদ) ব্যবহার করতে দিয়ে বাধিত করেছেন । আমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি প্রায়ই খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং সাফল্য কামনা করেছেন । তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ।

কলকাতা থেকে দূরে বসে কাজ করা খুবই কঠিন। দরকারী সমস্ত বই পত্র-পত্রিকা এখানে পাওয়া যায়না। দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী দেখার সৌভাগ্য প্রায়ই হয়না। এই অসুবিধার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলকাতা) এবং কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সাক্ষরতা প্রকাশন (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি) প্রকাশিত বঙ্কিম রচনা সম্ভার (দুই খন্ড - উপন্যাস ও প্রবন্ধ) আমার প্রধান অবলম্বন। নিবন্ধে নির্দেশিত পৃষ্ঠাঙ্ক সমূহ ঐ সংস্করণেরই গ্রহণ হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণও আমার প্রয়োজন মিটিয়েছে। পূর্ববর্তী দিকপাল গবেষক - সমালোচকদের নিকট আমি যে অশেষ ঋণী সে কথা বিনীতভাবে স্বীকার করছি।

শ্রী মৃণালকান্তি নাথ।